OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 556 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 556 - 560
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

দস্যু কেনারামের পালা : প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকায় চরিত্র বিবর্তনে সংলাপ নির্মাণে নাটকীয়তা

মমতা মাজি
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: majimamata2020@gmail.com
0009-0003-9994-2697

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Dialogue, Dramaticity, Banditry, Life Narrative, Manasa Bhasan Song, Character Evolution.

Abstract
In medieval Bengali literature the inclusion of the ballads of Mymensingh Gitika and East Bengal Gitika marks beginning of a new chapter. Composed in the simple language of experienced rural poets, these narratives reveal distinct dramatic qualities. Like dramatists, the compospers of these ballads skillfully contruct dramatic dialogue through exchange of speech and counter speech in the character's own voices. In the ballad 'Bandit Kenaram', included in the Ancient East Bengal Gitika, the evolution of the character of the bandit Kenaram is presented though dramatic dialogue. Toward the end of the ballad, a conversation between the devotee of Manasa, Dwija Banshi, and the bandit Kenaram reveals three phases of Kenaram life. Ultimately, after listening to the Bhasan Song of Manasa from Dwija Banshi Kenaram's loving and human identity is developed. Despite the length of these Exchange, the narrative pace does not slow down. Rather, the dramatic dialogues effectively portray Kenaram's transfor mation from a life banditry to one of love and humanity thereby becoming a powerful medium for expressing the totality of his character.

Discussion

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে ধর্মীয় মাহাত্ম্যে নয়, মানবিক আবেদনে। পল্লিকবিরা সত্যিকারের জীবনকে সহজ-সরল ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন পালাগুলোতে। বিষয়বস্তুতে প্রাধান্য পেয়েছে সামাজিক মানুষের বাস্তবজীবন সম্পৃক্ত সুখ-দুঃখ ও আশা-নিরাশার কাহিনি। গীতিকাগুলো সম্পর্কে বাঙালি সমাজ পরিচিত হয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আপ্রাণ প্রচেষ্টায়। পরবর্তীকালে পালাগুলোর পরিপূর্ণ কাহিনি 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে সাত খণ্ডে প্রকাশিত হয়। যার সম্পাদক ছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয়। মধ্যযুগের সাহিত্য হয়েও মানবজীবন সম্পর্কিত বিচিত্র ভাবনা প্রকাশে গীতিকার পালাগুলো নাটকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। গীতি আকারে পরিবেশিত পালাগুলোতে কাহিনি উপস্থাপনায়, চরিত্রচিত্রণে এবং চরিত্রগুলোর পারস্পরিক কথোপকথনে নাটকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 556 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পালাগুলোর কাহিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চরিত্রগুলোর পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। এই কথোপকথনে সংলাপের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যকার নাটকে চরিত্রের এই কথোপকথনের মাধ্যমে সংলাপ নির্মাণ করেন। চরিত্র ও কাহিনি সৃষ্টির প্রধান অবলম্বন হল সংলাপ। বাস্তবজীবনে দৈনন্দিন কথনে নাটকীয় সংলাপ নির্মিত হয় না। কারণ—

> "নাটকীয় সংলাপ হবে সংক্ষিপ্ত, আবেগদীপ্ত, চরিত্রপ্রকাশক ও প্রাণময়। ঔচিত্য অনুযায়ী তা পাত্র-পাত্রীদের মুখে সংযোজিত হবে।"[১]

গীতিকার পালাকাররা নাট্যকারের মতো আড়ালে থেকে চরিত্রগুলোর নিজস্ব ভাষায় সংলাপ সৃষ্টি করেছেন। যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংলাপে নাটকীয়তা প্রকাশিত হয়েছে। 'দস্যু কেনারামের পালা'য় এই নাটকীয় সংলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। যা পালাটিকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত 'দস্যু কেনারামের পালা'টি কবি চন্দ্রাবতী দেবী বিরচিত। এই পালার মুখ্য চরিত্র হল কেনারাম। যার বৃত্তি পথযাত্রী মানুষদের ধনসম্পদ লুঠ করে হত্যা করা। গীতিকার পালাগুলোতে সাধারণত নর-নারীর প্রেমকাহিনি প্রাধান্য পায়। কিন্তু আলোচ্য পালায় মানব প্রেমকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পালার শেষের দিকে দস্যু কেনারামের সঙ্গে মনসাভক্ত দ্বিজ বংশীদাসের পারস্পরিক সংলাপের নাটকীয়তায় এক জীবনদর্শনের পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুই প্রখর বিরোধী সংস্কারের দ্বন্দ্বে মানব প্রেমেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। দস্যু কেনারাম প্রেমময় মানব রূপে পরিণত হয়েছে। কেনারামের এই জীবন বিবর্তনের চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে পালাকার শুধু পরিবেশ অনুযায়ী সংলাপ নির্মাণ করেননি।

> "শুধু পরিবেশ নয়, চরিত্রসত্তার সঙ্গে সংলাপের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। সংলাপ যেখানে চরিত্রের শুধু মুখের কথা নয়, সমগ্র সত্তার অভিব্যক্তি হয়, সেখানে সংলাপ সার্থক।"[২]

আর এই চরিত্রটির সমগ্র সত্তার অভিব্যক্তি প্রকাশক উৎকৃষ্ট সংলাপ নির্মিত হয়েছে নাটকীয়ভাবে।

প্রধান চরিত্র কেনারামের তিনটি জীবনচরিতের পরিচয় পাওয়া যায়। জন্মের পর থেকে দস্যুবৃত্তিতে যুক্ত হওয়ার আগের জীবন এবং অন্য জীবনটি হল দস্যুবৃত্তিতে নিযুক্ত হয়ে মানুষকে হত্যা করার নেশায় মেতে থাকার জীবন। তার এই দুই জীবনচরিতের পর কেনারামের চরিত্রের পরিবর্তন আসে মনসাভক্ত দ্বিজবংশীর সংস্পর্শে এসে। পরিবর্তিত হয়ে কেনারামের নতুন জীবনের জন্ম হয়। তার প্রথম জীবনচরিতে দেখা যায় দ্বিজ খেলারাম এবং যশোধারার সন্তান কেনারাম। তারা ছিল নিঃসন্তান। মনসার বরে তারা কেনারামকে লাভ করে। দুর্ভাগ্যবশত কেনারাম মাকে হারায় তার সাত মাস বয়সে। বাবা খেলারাম সন্তান নিয়ে হাজির হয় দেবপুরে। সেখানে কেনারাম মামার বাড়িতে বড় হতে থাকে। বাবা খেলারাম তীর্থে গিয়ে আর ফিরে আসে না। এদিকে অনাবৃষ্টির কারণে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মানুষেরা খেতে পায় না। বাধ্য হয়ে তারা গরু বাছুর বেচার পাশাপাশি স্ত্রী-পুত্রদের বেচতে থাকে। কেনারামের মামাও সেই পথ অনুসরণ করে পাঁচ কাঠা ধানের বিনিময়ে কেনারামকে বেচে দেয় হালুয়ার কাছে। এরপর শুরু হয় কেনারামের দস্যুজীবন। হালুয়ার সাত ডাকাত পুত্রের সঙ্গে থাকতে থাকতে সে দুর্ধর্ষ ডাকাতে পরিণত হয়। তার চেহারা ও আচরণে ডাকাত সুলভ ভয়ঙ্করতা প্রকাশ পেতে থাকে। তার চেহারা বর্ণিত হয়েছে নাটকীয়ভাবে। কেনারামের কৃষ্ণবর্ণের দেহ পর্বত সমান এবং রাবণের মতো বলবান। পাপের কাজে যুক্ত থাকায় ভালো মন্দের ভেদের কোন জ্ঞান তার মধ্যে ছিল না। এমনকি ঈশ্বরকেও সে জানে না। অকারণেই সে মানুষকে হত্যা করে আনন্দ পায়। কেনারামের এই ভয়ঙ্করতা দেখে হালুয়াও ভয়ে চিন্তিত। তার সেই ভয়ের চিত্র সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে –

> "আমরার দলে না রইব কালে এই জন ।।
> আমার ছাওয়াল সব মারিয়া কাটিয়া।
> কেনারাম লইব ধন দৌলত লুটিয়া।।"[৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 556 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অনেক ভেবে হালুয়া দেওয়ানের সাহায্যে কেনারামকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। দেওয়ান জীবন্ত অবস্থায় কেনারামকে কবর দেওয়ার হুকুম দেয়। বন্দি কেনারামের জীবন বাঁচায় তার ডাকাত বন্ধুরা। একদিন কেনারাম হালুয়ার ঘরে উপস্থিত হয়ে তার সাত পুত্রকে খাণ্ডার আঘাতে হত্যা করে এবং সেই সঙ্গে তার সমস্ত ধন লুঠ করে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর সে দেশের মধ্যে বড় ডাকাতে পরিণত হয়। তার ভয়ে কেউ পথে বের হয় না। আর এই ডাকাতের ভয়ঙ্কর মূর্তি আকস্মিকভাবেই বদল ঘটে যায় দ্বিজ বংশীদাসের সাক্ষাতে।

দস্যু কেনারামের জীবনের পথে দেবদূতের মতো হাজির হয় মনসাভক্ত দ্বিজবংশী। তাদের মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক একটি দীর্ঘ বাক্যালাপের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজবংশী তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কীর্তন গান করতে করতে নল খাগড়ের বন ঘেরা জালিয়ার হাওড়ে এসে পৌঁছায়। সেখানে দস্যু কেনারামের দল তাদের পথ আটকায়। মানবপ্রেমের প্রতিমূর্তি দ্বিজবংশী ও দস্যু কেনারামের পারস্পরিক কথোপকথন এরপর শুরু হয়। প্রথম কথোপকথনেই কেনারামের ডাকাত সুলভ অহংকার যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি শিষ্যদের পিতা দ্বিজবংশীর উক্তিতেও যথাযথ নাটকীয় সংলাপ নির্মিত হয়েছে। নাটকীয় সংলাপের বয়ানে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে –

কেনারাম : “কেমন, ঠাকুর তুমি চিন নি আমারে।।”[৪]
পিতা দ্বিজবংশী : “পাপেরে দেখিয়া কও কেবা নাই সে চিনে।।”[৫]

এরপর পরস্পরের মধ্যে যে দীর্ঘ কথোপকথন শুরু হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে পালাটির মূল উপজীব্য বিষয়টি ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়েছে। দস্যু কেনারামের জীবন বিবর্তনের চিত্রটি যেন পালাকার নিপুণ দক্ষতায় পরস্পর বিরোধী ভাবনাসমপন্ন দুই চরিত্রের মধ্যে নাটকীয় সংলাপ নির্মাণের মাধ্যমে উন্মোচিত করেছেন। সেইসঙ্গে সংলাপের মধ্যে চরিত্রের আবেগ, উৎকণ্ঠা, দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। এই দীর্ঘ কথোপকথন বিশ্লেষণ করলে কেনারামের চরিত্র বিবর্তনের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

কেনারাম পিতাকে তার সমস্ত ধনসম্পদ দেওয়ার কথা বললে তিনি জানান তাঁর সম্বল বলতে আছে কয়েকটি ছেঁড়া বস্ত্র। তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে দেবতার লীলাকীর্তন করেন। যা কিছু পায় তাতেই তাঁর দিন চলে যায়। তিনি দেবতার লীলাকীর্তন করে পাপীর মন গলাতে চান। আর দস্যু কেনারাম মানুষকে হত্যা করে আনন্দ পেতে চায়। পিতা এই পাপ থেকে উদ্ধার পেতে কেনারামকে মা মনসার চরণ সেবার কথা বলে। সেইসঙ্গে শিব পদে মতি হতে এবং মা কালীর চরণ সেবারও কথা বলে। কিন্তু কেনারাম এসব কথা মানতেই চায় না। তার এই মনোভাব সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে-

“পাপ পূণ্য বিচার নাই মানুষ মারিব।
তোমার কাছে ঠাকুর ধর্ম না শিখিব।।”[৬]

শিশুকালে সে মানুষকে চিনেছে। এই প্রসঙ্গে সে তার প্রথম জীবনে ঘটে যাওয়া অসহায়তার কথা তুলে এনেছে। পিতৃমাতৃহীন কেনারামকে তার মামা হালুয়ার কাছে বেচে দেয়। আর হালুয়াও তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে। পিতা তাকে বারবার বোঝাতে থাকে যে তার পাপের বোঝা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কেনারাম অবুঝ। তার এই অবাধ্যতার রূপটি প্রবাদের আশ্রয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে –

“চোরা নাইত শুনে দেখ ধর্মের কাহিনী।
পিশাচে না শুনে রাম অন্তরেতে গ্লানি।।”[৭]

ঠাকুরকে হত্যা করার মুহূর্তে কেনারাম তাঁর নাম জানতে চায়লে, দ্বিজবংশী নাম শুনে চমকে যায়। একটি নাটকীয় পরিবেশ তৈরি হয়। দ্বিজবংশীর কথা তার আগে জানা ছিল। যার গানে নদী পাগল হয়ে বয়ে যায়। পাথর গলে যায়। আর সেই দ্বিজবংশী আজ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দ্বিজবংশী আজ নিরুপায়। মানুষের প্রাণ গলাতে অক্ষম তিনি। তাঁর এই খেদোক্তি নাটকীয় ভাবে অলংকারযুক্ত সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে –

“লৌহের বাড়াই দেখি মানুষের পরাণ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 556 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পাপেতে হয়্যাছে যেমন অহল্যা পাষাণ।।"[৮]

পালার কাহিনির গতি বাঁক নেয় এবং কাহিনিকে আরও গতিশীল করে পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এরপর তাদের পারস্পরিক কথোপকথনে কেনারামের সংলাপে তার জীবন অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত বাস্তব জ্ঞানের পরিচয়টি প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিজবংশী কেনারামকে তার পাপ কাজে অর্জিত ধনকে মাটিতে না রেখে গরিবদের মধ্যে দান করার কথা বললে সে জানাই এ ধন সে গরিবদের দান করবে না। তার মনে হয়েছে ধনের লোভে তার মতো তারাও দস্যুতে পরিণত হবে। তাছাড়া সে আরও জানায় ধনসম্পদ মাটিতে মিশে যাওয়ায় উচিত। কারণ এই টাকা পয়সা থেকেই যত বিপদ জগতে এসেছে। জগৎ সম্পর্কে তার এই মনোভাব সংলাপে নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে –

"ভাইব্যা চিন্ত্যা দেইখ্যাছি ঠাকুর এইনা যত ট্যাকা কড়ি।
কেবলি লোভের চিহ্ন জগতের বৈরী।।"[৯]

কেনারাম আরও জানিয়েছে এই ধন দিয়ে সংসারে কোন কাজ হয় না। ধনীরা ধন দিয়ে গরিবদের সর্বনাশ করে। ডাকাতি করে মানুষকে হত্যা করায় তার এখন একমাত্র কাজে পরিণত হয়েছে। তাই সে ঠাকুরকেও হত্যা করবে। এই মুহূর্তে দ্বিজবংশী মা মনসাকে স্মরণ করে তার জন্মের শেষ গান গায়তে কেনারামের কাছে একটু সময় চেয়ে নেয়। মনসার ভাসান গান গায়তে শুরু করে দ্বিজবংশী। বেহুলার বিধবা হওয়ার গান শুনে কেনারামের চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে দর দর করে। আর বেহুলার ভাসান গান শুনে কেনারাম হাতের খাণ্ডা ফেলে দিয়ে কাঁদতে থাকে। সে তখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দ্বিজবংশীর চরণে সঁপে দেয়। তার অর্জিত সব ধন তাকে দিতে চেয়েছে। কিন্তু তিনি তার পাপের ধন নিতে চাননি। তিনি যে ধন লাভ করেছেন সে ধন মাণিকের তুল্য। কেনারামের ধন হল পাপের বোঝা। এই পাপের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। কেনারামের চিত্তশুদ্ধি হওয়ার পর তার হাহাকার কান্না এবং তার অসহায়তার চিত্র সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে –

"কেবা কোথায় আছ আমি না দেখি কাহারে।
থাক যদি কেউ দেখা দেও অইন্ধকারে।।"[১০]

সেই সঙ্গে তার প্রথম জীবনের দুঃখের কথা সংলাপে প্রকাশিত হয়ে কেনারামের হাহাকার চরম হয়ে উঠেছে। মা-বাবার স্নেহের সংস্পর্শ সে পায়নি। মামা কর্তৃক বিক্রি হয়। কুসঙ্গে পড়ে জীবন আজ দুরাচারে পরিণত হয়েছে। শৈশবে সে কোনো ভালো শিক্ষা পায়নি। এতদিনে দ্বিজবংশীর সংস্পর্শে এসে তার চিত্তশুদ্ধি ঘটে। সে সিদ্ধান্ত নেয় সমস্ত ধন জলে ভাসিয়ে দিয়ে নিজে নদীতে ডুবে মরবে। কেনারামের চিত্তশুদ্ধির মধ্যে দিয়ে চরিত্র বিবর্তনের চিত্রটি প্রকাশিত হওয়ার পাশাপাশি বহিঃপ্রকৃতির মনোরম রূপ বর্ণিত হয়ে কেনারামের মনের পরিবর্তনকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। শেষপর্যন্ত দরদি দ্বিজবংশী কেনারামকে পাপ কর্মের জন্য তীব্রভাবে অনুতপ্ত হতে দেখে তার প্রতি করুণা হয়েছে। তাকে দীক্ষামন্ত্র দিয়ে মনসার ভাসান গান শেখায়। দস্যু কেনারাম প্রেমময় মানবে পরিণত হয়ে গান গায় প্রতি ঘরে ঘরে।

'দস্যু কেনারামের পালা'টিতে মানব প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে। কাহিনি উপস্থাপনায় অলৌকিকতার ছাপ থাকলেও প্রধান চরিত্র কেনারাম চরিত্রটি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করে ফুটিয়ে তোলা হয়নি। বাস্তব জীবন চরিত্রেরই পরিচয় পাওয়া যায়। পালার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেনারামের জীবনচরিতকে পর্যবেক্ষণ করলে তিনটি জীবন কাহিনির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে মা-বাবার স্নেহহীন, শিক্ষাহীন অসহায় জীবনের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। পরবর্তী জীবনে একজন ভয়ঙ্কর দস্যুরূপী জীবনযাপনের পরিচয়টি প্রকাশিত হয়েছে। পালার শেষের দিকে দেখা যায় পরিবর্তিত জীবনের চিত্রটি। দ্বিজবংশীর সংস্পর্শে এসে দস্যু কেনারামের প্রেমময় সুন্দর মানবরূপ বিকশিত হয়েছে। দীর্ঘ কথোপকথনের মাধ্যমে পরস্পর বিরোধী ভাবনাসমপন্ন দুই চরিত্রের মধ্যে সংলাপ নির্মাণে নাটকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। এই নাটকীয়তার গুনে কেনারামের দস্যুজীবনের ভয়ঙ্কর রূপ সংলাপে জীবন্তভাবে ফুটে ওঠার পাশাপাশি তার চিত্তশুদ্ধিতে মনের যে পরিবর্তন হয়েছে তার চিত্রও প্রকাশ পেয়েছে সুন্দরভাবে। দ্বিজবংশীর মনসার ভাসান গান শুনে পরিবর্তিত কেনারামের নিজ পাপ কর্মের জন্য যে অনুতাপের চিত্রটি তার সংলাপে এতটাই তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে পাঠককেও সমব্যথী করে তোলে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 556 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই কারণে দ্বিজবংশীও কেনারামকে এই পাপ থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করেছে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে। তাদের দীর্ঘ কথোপকথনে যে নাট্যসংলাপ নির্মিত হয়েছে তা পালার কাহিনিকে বিলম্বিত করেনি। বরং চরিত্রটির সমগ্র সত্তার অভিব্যক্তি প্রকাশক হয়ে উঠেছে। পারস্পরিক কথোপকথনে কেনারামের দুর্ভাগ্যজীবন ও পরিবর্তিত সুন্দর জীবনের চিত্রটি নাটকীয় সংলাপে প্রকাশিত হয়ে কাহিনিকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেইসঙ্গে কেনারামের অর্জিত দস্যুবৃত্তি ও দ্বিজবংশীর সহজাত মানবপ্রেমের দ্বন্দ্বটি নাটকীয়ভাবে পরিবেশিত হয়ে মানবপ্রেমেরই জয় ঘোষণা করেছে। সর্বোপরি উভয়ের নাটকীয় সংলাপে ধীরে ধীরে কেনারামের দস্যু চরিত্রের যে বিবর্তন ঘটেছে তা অতুলনীয়।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশংকর, নাট্যতত্ত্ব-বিচার, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা – ০৯, সপ্তম মুদ্রণ - ২০২১, পৃ. ৯০
২. ঘোষ, অজিতকুমার, নাটকের কথা, সাহিত্যলোক, ৫৭ – কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা – ৬, সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ - ২০০৬, পৃ. ৪৪
৩. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পাদক), প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা – ১২, প্রথম সংস্করণ ১৯৭০, পৃ. ২৫৯
৪. তদেব, পৃ. ২৬৫
৫. তদেব, পৃ. ২৬৫
৬. তদেব, পৃ. ২৬৭
৭. তদেব, পৃ. ২৬৮
৮. তদেব, পৃ. ২৭০
৯. তদেব, পৃ. ২৭৩
১০. তদেব, পৃ. ২৭৭

Bibliography:

ঘোষ, অজিতকুমার, নাটকের কথা, সাহিত্যলোক, ৫৭ – কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা – ৬, সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ – ২০০৬
বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব), মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা -৭৩, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৯-২০২০
ঘোষ, আশিস, মৈমনসিংহ ও প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, তৃতীয় মুদ্রণ – জানুয়ারি, ২০২৩
চট্টোপাধ্যায়, কেয়া, মৈমনসিংহ গীতিকা : নব আলেখ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা – ০৯, পরিবর্ধিত সংস্করণ – জানুয়ারি, ২০২১
মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পাদক), প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা – ১২, প্রথম সংস্করণ ১৯৭০
সেন, দীনেশচন্দ্র (সম্পাদক), মৈমনসিংহ - গীতিকা (পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮
মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশংকর, নাট্যতত্ত্ব-বিচার, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা – ০৯, সপ্তম মুদ্রণ – ২০২১
চক্রবর্তী, বরুণকুমার, গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ০৯, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৩
গঙ্গোপাধ্যায়, মুনমুন, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে নাট্য-প্রসঙ্গ ও নাট্যোপাদান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ০৯, প্রথম প্রকাশ – বড়দিন, ২০০৬
চট্টোপাধ্যায়, মুনমুন, মৈমনসিংহ গীতিকা : পুনর্বিচার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, চতুর্থ প্রকাশ – জুলাই, ২০২১